চা শ্রমিকের শোক ও দ্রোহ

ফায়হাম ইবনে শরীফ

বীণা বালা বাকতি। বয়স শতোর্ধ্ব। এই জমির ফসল দিয়েই সাহায্য করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের।

প্রায় দেড় শ বছর ধরে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের চা শিল্প ইংরেজ ব্যবসায়ীদের মস্তিষ্কপ্রসূত অন্য সব শোষণের গুটিখেলার মতোই অবিরাম 'উৎপাদন' করে চলেছে। 'বন্ডেড লেবার' বা 'চুক্তিবদ্ধ দাসত্বে'র শিকল ছিঁড়ে বেরোতে চা শ্রমিকরা আন্দোলন করেছে বরাবরই। কিন্তু উদয়াস্ত পরিশ্রম করা ঔপনিবেশিক 'হাউজহোল্ড ইন্ডাস্ট্রি'র এই মানুষগুলো আসলেই কী চায়, সে কথা কখনোই শুনতে চায়নি রাষ্ট্র কিংবা মালিক প্রতিষ্ঠানগুলো। ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ যদি হয় শোষণমুক্তি, তবে চা শ্রমিকের কাছে শাসকের সেই আত্মসমর্পণের বার্তা পৌঁছেনি। বাংলাদেশের দুই শর বেশি চা বাগানের শ্রমিক কলোনিগুলোতে মাত্র ৮৫ টাকা দৈনিক বেতনের স্থায়ী শ্রমিকরা এখনো তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। আর মৌসুমি কিংবা অস্থায়ী শ্রমিকদের একমাত্র সম্বল তাদের পরিচয়।

উন্নত ও গোছানা সামাজিক কাঠামোর পাঁচ মৌলিক চাহিদা–অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার আরেক নাম শ্রমিকদের কাছে 'রেশন'। নাগরিকত্বের পরিচয়পত্র, জন্ম নিবন্ধন কিংবা

শিক্ষা সনদের মতো আধুনিক চুক্তিপত্রের চেয়েও তাই চা বাগানের সবচেয়ে দামি নোট 'রেশন কার্ড'। স্থায়ী শ্রমিক হলে এই বাগানের কাজের জন্য বর্তমানে একজন স্থায়ী শ্রমিকের সাপ্তাহিক রেশন ৩.২৭ কেজি চাল। পারিবারিকভাবে তার ওপর নির্ভরশীল স্ত্রী কিংবা মা-বাবার জন্য এর পরিমাণ ২.৪৫ কেজি। ১ থেকে ৯ বছর বয়স পর্যন্ত যে কোনো সন্তানের জন্য ওই শ্রমিক পাবে ১.২২ কেজি এবং ৯ থেকে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত সন্তানের জন্য রেশনের পরিমাণ ২.২৪ কেজি। তবে পরিবারের বাবা কিংবা মা কেউ অবসরকালীন সুবিধা পেলে নির্ভরশীল স্ত্রীর রেশন কাটা পড়বে। আর প্রতি কেজি রেশনের জন্য ১.৩০ টাকা মূল্য পরিশোধ করতে হয় তাদের। তবে কোনো শ্রমিক বাগানে চাষযোগ্য জমির বন্দোবস্ত নিলে ভূমিকর হিসেবে সেটি তার রেশনের সাথে সমন্বয় করা হয়। এক্ষেত্রে প্রতি একর জমির জন্য এক সপ্তাহে ২.২৪ কেজি রেশন কর হিসেবে কেটে নেয় বাগান কর্তৃপক্ষ। এককালে এই বন্দোবস্তির কাগজ দেওয়া হলেও দেশভাগের আগে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাদের কাছ থেকে কাগজ ফিরিয়ে নেয়, যা আর পরে শ্রমিকদের কখনোই দেওয়া হয়নি।

অন্নের মতোই বস্ত্র এখানে শুধুই লজ্জা নিবারণের উপকরণ। বাসস্থান বলতে একজন স্থায়ী শ্রমিক মাত্র ২১ ফুট বাই সাড়ে ১০ ফুটের একটি ঘরের বন্দোবস্ত পায় কোম্পানির কাছ থেকে। তবে সেখানে মাটির দেয়াল তুলতে হয় শ্রমিকদের নিজ উদ্যোগে। কোম্পানি থেকে শুধু ছাদের জন্য টিন আর দরজা-জানালার জন্য কাঠ বরাদ্দ করা হয়। সারা দেশের শিক্ষা ও চিকিৎসা এখানে সেবার চেয়েও বেশি বঞ্চনা। জিপিএ ফাইভের নামে কোনো 'অমানবিক' প্রতিযোগিতা এখানে হয় না, কারণ প্রাথমিক শিক্ষাই তাদের কাছে প্রতিশ্রুত উচ্চশিক্ষা। বিনে পয়সার চিকিৎসার বন্দোবস্ত অধিকাংশ সময়ই শুধু প্যারাসিটামলের ক্যাপসুল হয়ে জীবনরক্ষার দায়িত্ব নেয় শ্রমিক কলোনিতে।

এদিকে ২০১৪ সালে 'অর্থনৈতিক অঞ্চল' হিসেবে দেশের ১০০টি জায়গায় শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার ঘোষণা দেয় সরকার। একই বছরের অক্টোবর মাসে গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে হবিগঞ্জের চুনারুঘাটের ডানকান ব্রাদার্সের চান্দপুর চা বাগানের শ্রমিকরা জানতে পারে, প্রায় দেড় শ বছর ধরে কৃষিকাজে ব্যবহৃত তাদের ৫১১.৮৩ একর জমির 'লিজ' 'ফিরিয়ে' নিয়ে, এই এলাকায় শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছে সরকারি প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ ইকোনমিক জোন অথরিটি'–বেজা। আর এই কাজকে আরো বেশি সহজসাধ্য করতে

অধিকাংশ শিশুকেই গৃহস্থালির কাজে শ্রম দিতে হয়।

কৃষিকাজ ছাড়াও তিন ফসলি জমিকে আরোও নানা কাজে ব্যবহার করেন চা শ্রমিকরা।

মহাসমাবেশে উপস্থিত ছাত্র-শিক্ষক, শ্রমিক, রাজনীতিবিদসহ সমাজের নানা পেশার মানুষ।

তিনফসলি এই কৃষিজমিকে দেখানো হয়েছে অনাবাদি খাসজমি হিসেবে। সাথে সাথেই আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে থাকে মুক্তিযুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা রাখা লস্করপুর ভ্যালিতে। বিক্ষোভ মিছিল, সভা-সমাবেশ, কর্মবিরতি করে নিজেদের অধিকারের প্রশ্নে আপোসহীনতার জানান দেয় এই এলাকার চা শ্রমিকরা।

'রক্ত দেব জীবন দেব/ধানি জমি দেব না', 'দিয়েছি তো রক্ত/আরো দেব রক্ত'– এমনসব স্লোগানে তাই এখন উত্তাল বাংলাদেশের চা শ্রমিক কলোনিগুলো। গান-নাটকে নিজেদের অধিকারের প্রশ্নে আপোসহীনতার সুর বেজে উঠছে কলোনির নাচঘরগুলোতে। এক-আধবেলা উপোস এমনিতেও থাকতে হয়, তার ওপর কাজে না গিয়ে আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় শ্রমিকদের এখন যুঝতে হচ্ছে ক্ষুধার সাথেও। তবে সবাই সোচ্চার– এবার তাদের ভূমি অধিকার দিতেই হবে। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে শুধুই ভোট দিয়ে মরতে রাজি নয় এই পরিবারগুলো।

ফায়হাম ইবনে শরীফ: আলোকচিত্রী সাংবাদিক
ইমেইল: faiham1085@gmail.com

মা ও মাটি রক্ষার আন্দোলনে নারী শিশু।

কানন বালা সরকার- চান্দপুর চা বাগানের একজন স্থায়ী শ্রমিক।

আন্দোলনের কর্মী কৃষ্ণ বাকতির কবর। তিন প্রজন্ম ধরে এই অধিগ্রহনকৃত জমিতে শুয়ে আছে অনেক পরিজন।